তারিখ ... 27 FEB 2017 ...
পৃষ্ঠা 8 ... কলাম 8 ...

ঢাকার বাইরের কলেজে শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষের সংকট বেশি

অধ্যক্ষ সম্মেলনে

এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে সম্মেলন নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজে গণিত, অর্থনীতি, উদ্ভিদবিদ্যা, দর্শন ও গার্হস্থ্যবিজ্ঞানের কোনো শিক্ষক নেই। কলেজে প্রভাষকেরই ১৬টি পদ শূন্য। এমন পরিস্থিতিতে কলেজের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তাই কলেজে দ্রুত শিক্ষক দেওয়া দরকার।

গতকাল রোববার সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের উপস্থিতিতে এভাবেই কলেজের সমস্যা ও সমাধান চাইলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম। তাঁর মতো আরও অনেক অধ্যক্ষ ঘুরেফিরে শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষের সংকটের কথা তুলে ধরেন। ঢাকার বাইরের কলেজগুলোতে এই সংকট বেশি। তাঁদের বক্তব্য, মানসম্পন্ন শিক্ষা চাইলে এসব সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বললেন, তাঁরাও বিষয়গুলো জেনেছেন। এগুলো সমাধানের কাজ চলমান। সম্মেলনে ৩২৭টি কলেজের মধ্যে ৩১৮ জন অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন।

মানসম্পন্ন শিক্ষার স্লোগান নিয়ে গতকাল রাজধানীর আজিমপুর সরকারি বালিকা স্কুল ও কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী এই সম্মেলন। কিন্তু এই জায়গায় সম্মেলন করা নিয়ে সমালোচনা চলছে। কারণ, এই স্কুলে এখন এসএসসি পরীক্ষা চলছে। সম্মেলনস্থল থেকে সামান্য দূরের শ্রেণিকক্ষগুলোতে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের পরীক্ষা চলছিল। অথচ যেসব কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষা চলে, সেখানে ১৪৪ ধারা জারি থাকে। সেখানে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংস্থা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এই স্কুলে এই সম্মেলন করল। সম্মেলন শুরু হয় পৌনে ১০টায়। আর সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরু হয়ে শেষ হয় বেলা ১টায়। পরীক্ষার কেন্দ্রে সম্মেলনস্থল ঠিক করা নিয়ে কোনো কোনো শিক্ষক ও কর্মকর্তা প্রশ্ন তোলেন। মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক এস এম ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা না করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। অধ্যক্ষদের গাড়িগুলোও আগেই অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করেছে। জায়গার অভাবেই এখানে অনুষ্ঠান করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

ঢাকার বাইরে কলেজে শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষের সংকট প্রকট

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সম্মেলন চলে। দুপুরের পরে সম্মেলনে আসেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ সময় মুক্ত আলোচনায় লালমনিরহাটের মজিদা খাতুন সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বললেন, তাঁর কলেজে ২৯টি প্রভাষকের পদের মধ্যে মাত্র ৯ জন কর্মরত আছেন। খুলনা সরকারি মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সালমা পারভীন বললেন, শ্রেণিকক্ষ-সংকট ও বিজ্ঞানাগার-সংকটে ভুগছেন তাঁরা। আরও কয়েকজন অধ্যক্ষ সমস্যার কথা তুলে ধরলেন। সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত করা কার্যপত্রে দেখা যায়, ১০টি কলেজে সবচেয়ে বেশি শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। এগুলোর মধ্যে রাজবাড়ীর পাংশা কলেজে ৪৯টি, পাবনায় সরকারি এডওয়ার্ড কলেজে ৪১টি, ভোলা সরকারি কলেজে ৩৬টি, বরিশাল বিএম কলেজে ৩৫টি, দিনাজপুর সরকারি কলেজে ৩৫টি শিক্ষকের পদ শূন্য। বিপরীতে ঢাকার কলেজগুলোতে পদের বাইরেও সংযুক্তির নামে অতিরিক্ত শিক্ষক কর্মরত আছেন। যেমন ইডেন মহিলা কলেজে পদের বাইরে ৫৫ জন শিক্ষক সংযুক্ত (অন্য জায়গায় পদায়ন হলেও এই কলেজে কাজ) হিসেবে আছেন। ঢাকা কলেজে ৪৩, সরকারি বাঙলা কলেজে ৩৫, কবি নজরুল সরকারি কলেজে ২৮ জন সংযুক্ত।

অধ্যক্ষদের দাবির বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এসব সমস্যা সমাধানের বিষয়টি চলমান প্রক্রিয়া। তবে শিক্ষকেরা শুধু পছন্দের জায়গায় যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। প্রথম পছন্দ হলো ঢাকায় থাকতে চান। ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জনই ঢাকায় থাকতে চাইলে অন্য কলেজ চলবে কেমন করে?